দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 20 MAR 1987
পৃষ্ঠা ... ৩

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

উপজেলা পরিক্রমা

কলমাকান্দা

নেত্রকোনা, ১৯ মার্চ (সংবাদদাতা)।— নেত্রকোনা জেলার উত্তরাঞ্চলে কলমাকান্দা উপজেলা ১৯৮৩ সালে কলমাকান্দা থানা উপজেলায় উন্নীত হয়। ৮টি ইউনিয়ন ও ৩৫০টি গ্রাম নিয়ে এ উপজেলা গঠিত। আয়তন ১৪৮ বর্গমাইল। লোক সংখ্যা ১ লাখ ৬৮ হাজার ৭০৫ জন। পুরুষ ৮৬,৭০৫ জন। মহিলা ৮২,০০০ জন। সীমানা উত্তরে ভারতের মেঘালয়ের গাড়োপাহাড়। দক্ষিণে নেত্রকোনা সদর ও বারহাট্টা উপজেলা। পশ্চিমে দুর্গাপুর ও সিলেটের ধর্মপাশা উপজেলা।

যোগাযোগ

উপজেলার ১১০ মাইল কাঁচা সড়কের মধ্যে শতকরা ৮০% ভাগই সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে বর্ষাকালে কাদা জমে পথচারী ও যানবাহন চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এ উপজেলা থেকে জেলা সদরের সাথে একমাত্র সংযোগ রক্ষাকারী কলমাকান্দা-ঠাকুরকোনা কাঁচা সড়কটি সেতু ও কালভার্ট স্থাপন ও সংস্কারের অভাবে পথচারী ও যানবাহন চলাচলে মারাত্মক দুর্ভোগের শিকার হতে হয়। ফলে '৮৫-৮৬ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ বিভাগে এ সড়কটির উন্নয়নে ৬৯ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে বলে জানা গেছে।

উপজেলা সদর থেকে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণের অভাবে উপজেলার ৮টি ইউনিয়নে যাওয়ার রাস্তাগুলোর অবস্থাও তথৈবচ।

কৃষি

উপজেলার অধিবাসীদের ৯০% ভাগ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। ধান, পাট, আলু, সরিষা উপজেলার প্রধান ফসল। উপজেলার ৫২,৩৮০ একর আবাদী জমির মধ্যে ধানী জমির পরিমাণ ৩৮ হাজার একর। পাট চাষ করা হয় ৫ হাজার একর জমিতে। সেচযোগ্য জমির পরিমাণ ৭ হাজার ১শ' একর। এছাড়া এ উপজেলায় ৪ হাজার ৭০ একর অনাবাদী ও ১,৮২২ একর খাস জমি রয়েছে। উপজেলায় কোন গভীর নলকূপ প্রকল্প নেই।

শিক্ষা

এ উপজেলায় ৬৯টি প্রাথমিক সরকারী বিদ্যালয়, ৩১টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। ৯টি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৬টি বেসরকারী উচ্চবিদ্যালয় ও ৯টি মাদ্রাসা রয়েছে। শিক্ষার হার ১০%। উপজেলায় কোন কলেজ নেই। স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব গোলাম রব্বানী এ উপজেলায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন।

চিকিৎসা

এ উপজেলা সদরে ১টি উপজেলা পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্রসহ ৩টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। ৩১ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালটিতে পরিবেশ খুবই অপরিচ্ছন্ন। এ হাসপাতালে ৯ জন ডাক্তারের পরিবর্তে ৫ জন ডাক্তার কর্মরত আছেন। হাসপাতালে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে।

বিদ্যুৎ

উপজেলা সদরে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। দৈনিক ১০/১২ ঘন্টার বেশী সময় বিদ্যুৎ থাকে না। কলকারখানাগুলোর উৎপাদন হ্রাস, অফিস-আদালত, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজের ব্যাঘাত হচ্ছে।

টেলিফোন

উপজেলার টেলিফোন এক্সচেঞ্জটি অত্যন্ত জরাজীর্ণ সমস্যাজর্জরিত সেকেলে ম্যাগনেটোর পদ্ধতি। জেলা সদরের সাথে সরাসরি সংযোগ নেই।

হাটবাজার

এ উপজেলায় ছোট বড় ২৫টি হাট বাজার রয়েছে। নাজিরপুর উপজেলার শ্রেষ্ঠ তথা জেলার অন্যতম প্রসিদ্ধ বাজার। বাজারগুলোতে বিভিন্ন সমস্যা বিরাজমান।